ভোরের কাগজ

তারিখ ... 18 NOV 1998
পৃষ্ঠা 02 কলাম ...

জমজমাট আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা
চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের বুয়েট দল

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে গতকাল এসিএম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নিজ নিজ কম্পিউটারে সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত প্রতিযোগীদের ছবিতে দেখা যাচ্ছে

কাগজ প্রতিবেদক : সারি সারি কম্পিউটারের মুখোমুখি বসে আছে ৫০টি দলের দেড়শ তরুণ-তরুণী। জটিল সমস্যা সমাধানে মগ্ন তারা। কম্পিউটারের কী-বোর্ডের খটাখট শব্দে উচ্চকিত দুটো হল রুম। ছয়টি জটিল সমস্যা দেওয়া হয়েছে। সময় মাত্র সাড়ে ৪ ঘন্টা। এরই মধ্যে কারো কারো সমস্যার জট খুলছে, কেউ ব্যর্থ হয়েছেন। একেকটি সমস্যার সমাধান হওয়া মাত্র একেকটি বেলুন সেই দলের টেবিলে লাগিয়ে দিচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

এভাবেই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হলো এসিএম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (আইসিপিসি)। দেশ-বিদেশের মোট ৫০টি দলের ১৫০ জন সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। প্রতিযোগিতা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

এসিএম/আইসিপিসি এশীয় অঞ্চলের পরিচালক এবং সাউথ ওয়েস্ট টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. সি জিনশং হোয়াং ভোরের কাগজকে বলেন, প্রতিযোগিতা পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে এসেছেন। বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে কম্পিউটার সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ দেখে তিনি অভিভূত। ড. হোয়াং জানান, আঞ্চলিক ভিত্তিতে আয়োজিত প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়টি সমগ্র এশিয়ায় মাত্র চারটি অঞ্চল, তাইওয়ান, চীন, জাপান ও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভকারী দল এবং আয়োজক দল আগামী বছরের এপ্রিলের ৮ থেকে ১২ তারিখে নেদারল্যান্ডসের এইন্ড হোভেনে অনুষ্ঠেয় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

প্রতিযোগিতায় ইরানের শরিফ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, শ্রীলঙ্কার ইউনিভার্সিটি অফ মরাটুবা, ভারতের আইআইটি কানপুর এবং দিল্লি ইউনভার্সিটি ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬টি দল অংশ নেয়। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও আয়োজক নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিসহ মোট ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সকাল ৯টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত একটানা অনুষ্ঠিত ঐ প্রতিযোগিতায় দলগুলোকে মোট ছয়টি সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া হয়। নেটওয়ার্কিঙের মাধ্যমে ১২ সদস্যের বিচারকমণ্ডলীর কাছে প্রতিযোগীরা ফলাফল জমা দেন। তাদের মধ্য থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ মেহেদী মাসুদ, ফারাহ ফারজানা এবং মোজাহেদুল হক আবুল হাসনাতকে নিয়ে গঠিত 'এফ' দল প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানও লাভ করেছে বুয়েটের প্রতিযোগীরা।

প্রতিযোগিতায় সপ্তম স্থান লাভকারী ইরানের শরিফ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির দলের সদস্য ২য় বর্ষের ছাত্র সাজ্জাদ বশির তার প্রতিক্রিয়া জানাতে ভোরের কাগজকে বলেন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এই প্রথম বাংলাদেশে আসতে পেরে তিনি আনন্দিত। আয়োজকদেরও প্রশংসা করেছেন তিনি।

পঞ্চম স্থান লাভকারী শ্রীলঙ্কার ইউনিভার্সিটি অফ মরাটুবার ছাত্র দলনেতা আহামেদ সিফান জাভাহির স্বল্প সময়ের জন্য এই প্রথম বাংলাদেশে এসে ঘুরে দেখার খুব বেশি সুযোগ না পেয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। জাভাহির প্রতিযোগিতার আয়োজকদের প্রশংসা করলেও সমস্যাগুলো সমাধানের পদ্ধতির ব্যাপারে তার আপত্তির কথাও উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, তার দল মাত্র দুটি সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র দ্বিতীয় স্থান লাভকারী দলের দলনেতা সুমন কুমার নাথ বলেন, এবারের আয়োজন আগেরবারের তুলনায় ভালো। সুমনের দল মাত্র দুটি সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী ভোরের কাগজকে বলেন, প্রতিযোগিতার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এসিএম/আইসিপিসি এশীয় অঞ্চলের পরিচালক ড. সি জিনশং হোয়াং আগামী বছরও ঢাকায় এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে এসিএম কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী বছর এই প্রতিযোগিতাটি এশিয়ার অন্য একটি দেশে হওয়ার কথা রয়েছে।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান এবং প্রতিযোগিতার পরিচালক ড. আবদুল এল হক এবারের প্রতিযোগিতা সফল হওয়ায় অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করছেন বলে জানান। তিনি বলেন, গতবার একই প্রতিযোগিতা এখানে আয়োজন করা হয়েছিল। গতবারের ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় এবারের অনুষ্ঠান সফল হয়েছে।

প্রতিযোগিতা শেষে সন্ধ্যায় হোটেল পূর্বাণীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দিন খান আলমগীর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।